মিলাদের উপর লিখিত প্রথম স্বতন্ত্র কিতাব

কোরআন ও হাদীসের আলোকে সহি রেওয়ায়াতের মাধ্যমে মিলাদ ও কেয়ামের উপর প্রথম স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন আল্লামা আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে দিহ্ইয়া (রহঃ)। ইনি মরক্কোর অধিবাসী এবং পর্যটক। তাঁর লিখিত কিতাবের নাম "আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির" সংক্ষেপে "আত-তানভীর"। রচনাকাল ৬০৪ হিজরী।

ইবনে দিহ্ইয়া সম্পর্কে ইবনে খাল্লেকান লিখেন ঃ

اِبْنُ دَحْيَةَ كَانَ مِنْ اَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِيْرِ الْفُضَلَاءِ قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَاجْتَازَ بِاَرْبِلَ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَسِتِّمِائَةٍ فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَّمَ مُظَفَّرُ الدِّيْنِ بْنَ زَيْنِ الدِّيْنِ يَعْتَنِىْ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِىِّ فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ التَّنْوِيْرِ فِىْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَقَرَاَهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَاَجَازَهُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ قَالَ وَقَدْ سَمِعْنَاهُ عَلَى السُّلْطَانِ فِىْ سِتَّةِ مَجَالِسَ فِىْ سَنَةِ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ وَسِتِّمِاَةٍ (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى عَلَى الْعَالَمِ صَفْحَةُ ٧٦ فَتَاوٰى عَلَّامَةُ جَلَالُ الدِّيْنِ السُّيُوْطِى)

অর্থ ঃ "ইবনে খাল্লেকান বলেন- ইবনে দিহ্ইয়া ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ওলামা ও প্রসিদ্ধ ফোজালাগণের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি মরক্কো হতে আগমন করে পর্যটনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করেন এবং ৬০৪ হিজরী সালে (কুর্দিস্তানের) আরবিল শহরে আগমন করেন। তিনি তথাকার সম্মানিত শাসক ও বাদশাহ মোজাফফর উদ্দীন ইবনে জয়নুদ্দীনকে মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান পালন করতে দেখতে পান। তিনি বাদশাহকে উপহার দেয়ার উদ্দেশ্যে "আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজীর" নামক একখানা গ্রন্থ মিলাদ শরীফের উপর রচনা করে উপহার প্রদান করেন। তিনি নিজে গ্রন্থখানা পাঠ করে বাদশাহকে শুনান। বাদশাহ প্রীত হয়ে তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। ইবনে খাল্লেকান বলেন ঃ "আমি ৬২৫ হিজরীতে উক্ত গ্রন্থখানা ছয়টি মিলাদ মাহফিলে বাদশাহর উপস্থিতিতে পাঠ করতে নিজে শুনেছি"। (আন-নেমাতুল কোবরা আলাল আলম পৃষ্ঠা ৭৬ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতির ফতোয়ার সূত্রে বর্ণিত)

ইবনে কাছির আল্লমা ইবনে দিহইয়ার হাদীস, ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন তঁর বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে।

তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

وَاَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَهٗ مِنَ الْمُلُوْكِ صَاحِبُ اَرْبِلَ وَصَنَّفَ لَهٗ ابْنُ دَحْيَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ كِتَابًا فِى الْمَوْلِدِ سَمَّاهُ التَّنْوِيْرُ فِىْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ- فَاَجَازَهٗ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ وَقَدْ اِسْتَخْرَجَ لَهُ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ اَصْلاً مِّنَ السُّنَّةِ وَكَذَا الْحَافِظُ السُّيُوْطِىُّ- وَرَدًّا عَلَى الْفَاكِهَانِىِّ الْمَالِكِىِّ فِىْ قَوْلِهٖ اِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ مَّذْمُوْمَةٌ كَمَا فِىْ اِنْسَانِ الْعُيُوْنِ ۔

অর্থ ঃ আল্লামা ইসমাইল হাককী তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলেন- বাদশাহগণের মধ্যে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে মিলাদুন্নবী পালন করেন আরবিলের বাদশাহ (মুজাফফর উদ্দীন)। তাঁর উদ্দেশ্যে মিলাদুন্নবীর কিতাব রচনা করেন ইবনে দিহইয়া রহমতুল্লাহ আলাইহে। তিনি কিতাব খানার নামকরণ করেন আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজীর। বাদশাহ তাঁকে এর বিনিময়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কৃত করেন। ইমাম হাফেজুল হাদীস ইবনে হাজর আসকালানী (রাঃ) মিলাদুন্নবীর ভিত্তি সুন্নাহ হতে প্রমাণ করেছেন এবং অনুরূপ প্রমাণ পেশ করেছেন হাফেজুল হাদীস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ)। তাঁরা উভয়েই তাজুদ্দীন ফাকেহানী মালেকীর মতবাদ খন্ডন করেছেন। ফাকেহানীর মতবাদ হলো- মিলাদুন্নবীর আমলটি নিকৃষ্ট বিদআত। আল্লামা নূরুদ্দীন আলী হলবী তাঁর ইনছানুল উয়ুন ফি সীরাতিল আমিনিল মামুন"- গ্রন্থে এরূপই লিখেছেন। (রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড ৫৭ পৃঃ)